দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUN 21 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

461

প্রকৃত পরাজয় ও ক্ষতি হইয়াছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

..... ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে গত শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন জাতীয়তাবাদী ঐক্য

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রকৃত পরাজয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরিষদের অন্যতম প্রধান প্রার্থী ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন। প্রতিবাদ লিপিতে ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলিয়াছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ঐক্য প্যানেলের পরাজয়ে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। দলীয়করণের রাজনীতির স্বার্থে নিয়মনীতি বহির্ভূত তৎপরতার মাধ্যমে বিজয় ঘোষণা করায় প্রকৃত পরাজয় ও ক্ষতি হইয়াছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিবৃতিতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত টিএসসিতে অনুষ্ঠিত ভোট গণনায় দেখা যায় যে, আমি দুই হাজার ভোটের ব্যবধানে সর্বাধিক ভোট পাইয়া অগ্রগামী ছিলাম। জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের অন্য প্রার্থীরাও কম-বেশী অগ্রগামী ছিলেন। বিকাল পাঁচটার পর ঢাকার বাহিরে ভোট গণনা শুরু হইলে নানা ধরনের নিয়ম বহির্ভূত কাজ শুরু হইয়া যায়। ইহার প্রতিবাদ করিলে এক পর্যায়ে সন্ত্রাসী কায়দায় জাতীয়তাবাদী প্যানেলের এজেন্ট ও প্রার্থীদের টিএসসি কেন্দ্র হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে পুলিশেরও সাহায্য নেওয়া হয়। ইহার পর কারচুপির নানা পরিকল্পনা চালাইয়া এক হাজারের মতো ভোট এদিক-ওদিক করিয়া জাতীয়তাবাদী প্যানেলের সবাইকে পরাজিত দেখানো হয়।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, সিনেট নির্বাচনে ভোটাররা ছিলেন শিক্ষিত সচেতন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট। তাঁহাদের বেশীরভাগ ভোটার ঢাকায় প্রদান ভোট করেন। তাঁহাদের ভোট প্রদানে এত বড় তারতম্য কি হইতে পারে যে, ঢাকায় দুই হাজার ভোটের ব্যবধানে সর্বাধিক ভোট পাওয়া সত্ত্বেও ঢাকার বাহিরে আমি সরকার সমর্থক প্যানেলের নিম্নতম ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীর চাইতেও কম ভোট পাইব? ইহা কোনভাবে বিশ্বাসযোগ্য হইবার নহে।

দেখা যাইতেছে, ঢাকার ভোট গণনার বিষয়ে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদেরও আপত্তি নাই। বিরোধ বাধিয়াছে ঢাকার বাহিরের ভোট গণনা নিয়া। ইহা তো অস্বীকার করা যাইবে না যে, ঢাকার বাহিরের প্রতিটি কেন্দ্রের ভোটও আইন অনুযায়ী কেন্দ্রে গণনা করার বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। এই কারণেও তো ঢাকার বাহিরের নির্বাচনের ফল অবৈধ হইয়া যায়।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, এইরূপ ন্যক্কারজনক পরিকল্পিত ভোট ডাকাতির দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুনঃনির্বাচনের কোন সুযোগ নাই বলিতে পারেন, তাহা হইলে ইহাকে চরম দুর্ভাগ্যজনক না বলিয়া উপায় নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে পুনঃনির্বাচন দাবী

১৪ জন সাবেক ছাত্রনেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করিয়া এই নির্বাচন বাতিল করিয়া একজন বিচারপতির নেতৃত্বে দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠনপূর্বক অবিলম্বে পুনরায় সিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানাইয়াছেন। বিবৃতিতে সাবেক ছাত্রনেতৃবৃন্দ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক স্বার্থে অন্ততঃ সিনেট নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিরপেক্ষতার পরিচয় দিবে বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ প্যানেলের পক্ষে সরাসরি অবস্থান গ্রহণ ও কারচুপি করিয়া নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করিয়াছে। বিবৃতি প্রদানকারীদের মধ্যে রহিয়াছেন আমানউল্লাহ আমান এমপি, এমএ জলিল, হাবিবুর রহমান হাবিব, খায়রুল কবির খোকন, নাজিমউদ্দিন আলম প্রমুখ।